দিন-৭

১। অধিবেশন : একীভূত শিক্ষার ধারণা এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান ।

২। মূলভাব : বাংলাদেশে শিক্ষার সাংবিধানিক অধিকার ও শিক্ষানীতিতে সকল ক্ষেত্রে কোন শিশুর সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনায় না এনে সকল শিশুর জন্য তার বিশেষ শিখন চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে শিখন নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য যে সকল শিশু নানা কারণে পিছিয়ে আছে, বিদ্যালয়ে আসতে পারছে না, এলেও ঝরে পড়ছে, বৈষম্যের শিকার হচ্ছে একীভূত শিক্ষার আওতায় এনে তাদের শিখন নিশ্চিত করা একান্ত আবশ্যক। এজন্য কোন ধরনের শিক্ষাকে একীভূত শিক্ষা বলে, এর প্রয়োজনীয়তা কী এবং এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও জাতীয় আইন ও নীতিমালা শিক্ষক প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত পিটিআই ইন্সট্রাক্টরদের একান্তভাবে জানা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকল শিশুর একীভূততা নিশ্চিত করার জন্য যেসকল ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলো হলো- প্রবেশগম্যতা (access), উপস্থিতি (attendence), সক্রিয় অংশগ্রহণ (active participation), কৃতিত্ব (achievement), উত্তীর্ণ হওয়া (promotion) এবং শিক্ষাচক্র সমাপণ (cycle completion) ।

বর্ণিত ক্ষেত্র সমূহে শিশুর সকল বাঁধা দূর করার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের। সকল বাঁধা দূর করে স্বাভাবিক বা সাধারণ শিশুদের সাথে একই পরিবেশে মান সম্মত শিখন নিশ্চিত করাই একীভূত শিক্ষা ।

৩। সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

৪। শিখনফল: এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ-

(ক) একীভূত শিক্ষার ধারণা লাভ করবেন ।

(খ) মানসম্মত শিক্ষা ও একীভূত শিক্ষার সম্পর্কের বিষয়টি জানতে পারবেন।

(গ) একীভূত শিক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও জাতীয় আইন ও নীতিমালাসম্পর্কে জানতে পারবেন।

৫। উপকরণ: তথ্যপুস্তক, পোস্টার পেপার, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর।

৬। পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, একক চিন্তা, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, আলোচনা।

৭। অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১ : একীভূত শিক্ষা কী ? **সময়:** ২৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের একটি করে ভিপ কার্ড বিতরণ করুন। “একীভূত শিক্ষা কাকে বলে ” এ বিষয়ে প্রত্যেককে কার্ডে একটি করে পয়েন্ট লিখতে বলুন। সকলের লেখা হয়ে গেলে কার্ডগুলো সংগ্রহ করুন এবং ভিপ বোর্ডে লাগান। সকলের মতামতগুলো একে একে পড়ুন। এর বাইরে আর কোনো পয়েন্ট আছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন। যদি থাকে তাহলে পুনরায় আর একটি করে কার্ড দিন। এবার সকলের লেখা হয়ে গেলে কার্ডগুলো পূনরায় ভিপ বোর্ডে লাগান। তারপর কার্ডগুলো পড়ুন। কেউ হয়তো লিখবে -জেন্ডার অসমতাই একীভূত শিক্ষা, কেউ হয়তো লিখবে -প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাই একীভূত শিক্ষা, কেউ হয়তো লিখবে -হতদরিদ্র শিশুদের শিক্ষাই একীভূত শিক্ষা,....।

- খন্ডিত ধারণাগুলো পর্যালোচনা করে তার ভিত্তিতে সংযোজিত তথ্যপত্রের আলোকে একীভূত শিক্ষার ধারণা পরিষ্কার করুন ।

কাজ-২ : মানসম্মত শিক্ষা ও একীভূত শিক্ষার মধ্যে (relationship) সম্পর্কে। **সময়:** ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের ৪টি ছোট দলে ভাগ করে আলাদা আলাদা বসতে দিন।
- বলুন যে, পিটিআই ইন্সট্রাক্টরবৃন্দ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। ডিপিএড-এ ভিন্ন মাত্রার যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিখন কৌশল ব্যাপকভাবে অনুসরণ করছেন।

  সে আলোকে ২ টি দলকে বলুন বিদ্যমান সুবিধাদির আলোকে একটি বিদ্যালয়ে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা (বা পরিবর্তন আনা) প্রয়োজন?
- অপর ২ টি দলকে বলুন বিদ্যমান সুবিধাদির আলোকে একটি বিদ্যালয়ে একীভূত শিক্ষা.নিশ্চিতকরণে কী কী ব্যবস্থা গ্রহন করা (বা পরিবর্তন আনা) প্রয়োজন?
- দলে সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনা করে পোস্টার পেপার / ল্যাপটপে লিখে উপস্থাপন করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের উপস্থাপন ও ধারণাকে বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে- মান সম্মত শিক্ষাই একীভূত শিক্ষা এবং এটি একটি প্রক্রিয়া।

কাজ-৩ : একীভূত শিক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও জাতীয় আইন ও নীতিমালা। **সময়:** ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের ৪ টি দলে কাজ করতে দিন ।
- বিভিন্ন দলকে নিম্নের ছক অনুযায়ী তথ্যপুস্তক থেকে কোনবিষয় দিন। দলে সংশ্লিষ্ট বিষয় পড়ে আলোচনা করে নোট করতে বলুন

দল নং	বিষয়	দল নং	বিষয়
০১	একীভূত শিক্ষার পক্ষে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার সমূহ	০৩	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩
০২	সাংবিধানিক বিভিন্ন অধিকার এবং বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন, ১৯৯০	০৪	নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩

- পোস্টার পেপার / ল্যাপটপ- এ লিখে উপস্থাপন করতে বলুন।
- আপনি অংশগ্রহণকারীদের উপস্থাপনা ও ধারণাকে সমৃদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত প্রশ্ন করুন, ফলাবর্তন দিন।

৮. মূল্যায়ন: **সময় :** ৫ মিনিট

অধিবেশনের বিষয় বস্তু সম্পর্কে নিচের প্রশ্নগুলোর অনুসরণে প্রশ্ন করুন -

* প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ তে কয় প্রকার প্রতিবন্ধিতার কথা বলা হয়েছে?
* একীভূত শিক্ষার সুফল ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ কী?

৯. স্বঅনুচিন্তন:

(ক) বিষয়বস্তু সহজবোধ্য করার জন্য আর কোন কৌশল অবলম্বন করা যেত বলে আপনি মনে করেন কী?
(খ) অধিবেশনটি পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্বল দিক গুলো কী কী?
(গ) বিষয়বস্তু উপস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কার্যকর কাজ কোনটি এবং কেন?

দিন-৭

১। শিরোনাম : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর ধরন এবং একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে শিখন শেখানো কৌশল

২। মূলকথা : শ্রেণিকক্ষে প্রায়ই আমরা এমন কিছু শিশু পাই যারা লেখা পড়ায় অন্যদের তুলনায় একটু বেশি পিছিয়ে থাকে। এসব শিশুর পঠন, লিখন বা গাণিতিক সমস্যা সমাধানে বিশেষ কিছু সমস্যা থাকে বা বিশেষ কোনো শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধিতা থাকে। বেশির ভাগ শিশু যে গতিতে শিখে এরা সেভাবে শিখতে পারে না। এদের বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিশু বলে। বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিশুর পিতা-মাতা, অভিভাবকগণের শিক্ষা তাদেরকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে খুব কমই সহযোগিতা করার উপযোগী। এজন্য এসব শিশুদের শিক্ষার একমাত্র স্থান বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের পরিবেশ এমন হওয়া উচিত যেন এসব শিশুরা একটি নির্ভয়, সহমর্মিতাপূর্ণ এবং স্নেহময় পরিবেশে শিখতে পারে। শিক্ষক হিসেবে আমাদের উচিত হবে তাদের শিখনকে বা তাদের বিকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্য আরও বেশি তৎপর হওয়া।

৩। সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

৪। শিখনফল : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ,

(ক) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

(খ) বিশেষ চাহিদা সম্পন শিশুর শিখন সমস্যা বলতে পারবেন।

(গ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিখন উন্নয়ণে করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫। উপকরণ: পোস্টার পেপার, মার্কার, বোর্ড, পাঠ্যপুস্তক, ভিপ কার্ড ইত্যাদি ।

৬। পদ্ধতি ও কৌশল: ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপন, জুটিতে আলোচনা, অভিনয়, বক্তৃতা ও পঠন ।

৭। অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১ : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) শিশুর ধারণা। **সময়:** ৩০ মিনিট

- কুশল বিনিময়ের পর প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বলুন বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেসকল শিশুর প্রবেশগম্যতা (access), উপস্থিতি (attendence), সক্রিয় অংশগ্রহন (active participation), কৃতিত্ব (achievement), উত্তীর্ন হওয়া (promotion) এবং শিক্ষাচক্র সমাপনে (cycle completion) সমস্যা রয়েছে তেমন ধরনের শিশুর নাম বলতে বলুন। কেউ হয়তোবা বলবে- হতদরিদ্র, মানসিক প্রতিবন্ধী, অটিস্টিকশিশু, হিজড়া শিশু--। প্রাপ্ত শিশুদের জেন্ডার ও ট্রান্সজেন্ডার, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশু, ঝুঁকিগ্রস্থ শিশু ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) শিশু এই ৪ টি ক্লাস্টারে ভাগ করুন। এখন বলুন প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে বর্ণিত সকল শিশুর মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ।
- এবার প্রত্যেককে একজন বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) শিশুর প্রতিবন্ধিতার ধরণ নিয়ে জুটিতে আলোচনা করে পয়েন্ট আকারে ভিপ কার্ডে লিখতে বলুন। সকলের লেখা শেষে বোর্ডে কার্ডের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। বোর্ডের তালিকা অনুসারে এবার বলুন আমরা নানা সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের কথা জানতে পারলাম। এই সব শিশুদের আমরা বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) শিশু বলতে পারি। এবার বলুন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন /প্রতিবন্ধী শিশুদের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে ইতোঃপূর্বে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩' এবং 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩' হতে ধারনা

পেয়েছি। বোর্ডের তালিকার সাথে এ আইন দুটির তালিকা মিলিয়ে নিন। অতঃপর অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে এই বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতাকে এর ধরন অনুযায়ী আমরা মোটা দাগে সাতটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেগুলো হলো-

- যোগাযোগ চ্যালেঞ্জসম্পন্ন শিশু
- শ্রবণ চ্যালেঞ্জসম্পন্ন শিশু
- দৃষ্টিগত চ্যালেঞ্জসম্পন্ন শিশু
- শারীরিক চ্যালেঞ্জসম্পন্ন শিশু
- শিখন চ্যালেঞ্জসম্পন্ন শিশু
- বুদ্ধি ও আবেগিক চ্যালেঞ্জসম্পন্ন শিশু
- অটিস্টিক চ্যালেঞ্জসম্পন্ন শিশু

কাজ-২ : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) শিশুর শিখন উন্নয়ন **সময়: ২০+৩০= ৫০ মিনিট**

- অংশ গ্রহণকারীদের ৬টি দলে ভাগ করুন এবং পোষ্টার পেপার ও মার্কার সরবরাহ করুন । এবার বলুন প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে অটিস্টিক শিশুদের বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা হবে বিধায় তারা ছাড়া বাকি ৬ ধরনের চ্যালেঞ্জসম্পন্ন শিশুর শিখন নিশ্চিকরণে শিক্ষকের করণীয় কী তা এই অধিবেশনে আলোচনা করা হবে মর্মে ।
- প্রত্যেক দলকে তাদের ১টি প্রতিবন্ধিতার ধরন নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী বিদ্যালয় এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের করণীয় বিষয়ে আলোচনা করে নিম্নে প্রদত্ত ছক অনুযায়ী তা লিপিবদ্ধ করতে বলুন। এর জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করুন।

দল নং	প্রতিবন্ধিতার ধরণ/	বিদ্যালয় এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের করণীয়/ শিখন শেখানো কৌশল
০১	যোগাযোগ চ্যালেঞ্জসম্পন্ন শিশু	- - -
০২	শ্রবণ চ্যালেঞ্জসম্পন্ন শিশু	

- পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক দলকে উপস্থাপন করতে বলুন।
- সকল দলের উপস্থাপন শেষ হলে তথ্যপত্রের আলোকে অধিবেশনটি ব্যাখ্যা করুন।
- সকলে বুঝতে পেরেছে কিনা সে জন্য প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করুন।

৮। মূল্যায়ন: **সময় : ১০ মিনিট**

অধিবেশনের বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করতে করুন

* দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধী শিশুকে একটি 'ছবি পড়ানো (ঢ়রপঃঁৎব ৎবধফ)' কীভাবে করাতে পারেন ?
* পিইডিপি-৩ তে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ?

৯. স্বঅনুচিন্তন:

- ✓ অধিবেশনটি অংশগ্রহণমূলক ছিল কিনা?
- ✓ অর্জন উপযোগী যোগ্যত্যাগুলো অর্জিত হয়েছে কিনা?
- ✓ অধিবেশনটি অধিকতার কার্যকর করার ক্ষেত্রে কী কী করা যেতে পারে বলে মনে করেন।
- ✓ অধিবেশনটি অধিকতর অংশগ্রহণমূলক করার ক্ষেত্রে আপনার কোনো পরামর্শ থাকলে বলুন।

দিন-৭

১। শিরোনাম: অটিজম সম্পর্কে ধারণা, অটিস্টিক শিশুদের আচরণিক ও একাডেমিক ব্যবস্থাপনা ।

২। মূলকথা: অটিজম (Autism) কোন সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রোগ নয়। বরং এটি কিছু অস্পষ্ট শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক অসুবিধার সমষ্টি, যা মানুষের চিন্তা, প্রত্যক্ষণ ক্ষমতা (Perception) এবং মনোযোগ (Attention) এর ব্যাঘাত ঘটায়। অটিজম একটি পরিব্যাপক বিকাশগত প্রতিবন্ধিতা (Pervasive developmental disorder)। কারণ অটিস্টিক শিশুরা তাদের স্বাভাবিক বিকাশের পথে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিবন্ধিতার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অটিজম হলো মানসিক উন্নতির ক্ষেত্রে একটি জীবনব্যাপী প্রতিবন্ধকতা যার ফলে সামাজিক কর্মকান্ডে এবং কথা বলার ক্ষেত্রে উন্নতি বাঁধাগ্রস্ত হয়। অটিজম এক প্রকার বৃহৎ সামাজিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা, যা শিশুর জন্মের পর ২-৩ বছরের মধ্যে প্রকাশ পায় । এটি মস্তিষ্কের একটি সমস্যা, যার কারণে চারপাশে কি ঘটছে ব্যক্তি বুঝতে পারে না। ফলে পৃথিবীর সবকিছুকে এরা আমাদের মত দেখে না বা বুঝতে পারে না। এটি একটি জটিল অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণগত অসামঞ্জস্যতা। শিক্ষক প্রশিক্ষক হিসেবে আমাদের উচিত হবে অটিষ্টিক শিশুদের শিখনকে বা তাদের বিকাশকে তরান্বিত করার জন্য সার্বিক কৌশল সম্পর্কে ভালভাবে জানা।

৩। সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

৪। শিখনফল: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ,

(ক) অটিজমের বৈশিষ্ট্য করতে পারবেন ।

(খ) অটিস্টিক শিশুদের আচরণিক ব্যবস্থাপনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

(গ) অটিস্টিক শিশুদের একাডেমিক ব্যবস্থাপনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫। উপকরণ: পোস্টার পেপার, মার্কার, বোর্ড, পাঠ্যপুস্তক, ভি আই পি পি কার্ড ইত্যাদি ।

৬। পদ্ধতি ও কৌশল: ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপন, জোড়া দলে, আলোচনা, অভিনয়, বক্তৃতা ও পঠন ।

৭। অধিবেশনের বিবরণ

কাজ-১ : অটিজমের বৈশিষ্ট্য **সময়:** ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করে অটিজম সংক্রান্ত কেসস্টাডিটি (অর্ক) পড়তে দিন।
- কেসস্টাডি অনুযায়ী অটিজম'এর বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করে তা পোস্টার পেপারে দলে বসে লিখতে বলুন।
- সকল দলের লেখা শেষ হবার পর প্রতিটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতিটি দলের কাজ উপস্থাপন শেষ হলে তথ্যপত্রের আলোকে 'অটিজম'এর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করুন তারা অটিজম সংক্রান্ত আলোচনাটি বুঝতে পেরেছে কিনা? যদি মনে হয় তাদের বুঝতে অসুবিধা হয়েছে তাহলে আবারও সংক্ষেপে আলোচনা করে অধিবেশন শেষ করুন।

কেস স্টাডি: অটিজম

অর্ক নয় বছরের খুবই সুদর্শন একটি শিশু। যখন তার জন্ম হয় তখন সবাই খুবই চমৎকৃত হয়েছিল তার চেহারা আর চোখ মিট মিট করা দেখে। সময় গড়িয়ে যায়, আর অর্ক বেড়ে উঠতে থাকে মা-বাবার আদরে। কর্মজীবি মা ও বাবার ব্যস্ততার কারণে তাদের সান্নিধ্য অর্ক দিনের বেশ কিছু সময় পেত না। এটা তার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারত না। বাসাতে একজন মহিলা অর্কের যত্ন নিতেন। যিনি প্রায়ই বলতেন, অর্ক খুবই চঞ্চল, তাকে সামলানো বেশ কঠিন। সত্যিই তাই। আর দশটি শিশুর চেয়ে তার শরীরে অনেক বেশি শক্তি। সে যথাসময়ে হাঁটা-চলা রপ্ত করে ফেলল। এক বছরের আগেই সে বেশ কয়েকটি শব্দ আয়ত্ব করে ফেলে। টিভির কয়েকটি বিজ্ঞাপন তার অনেক পছন্দের যা শুনলেই সে টিভির সামনে চলে আসতো।

যে মেয়েটি অর্কের যত্ন নিত সে একদিন হঠাৎ করে বাসা ছেড়ে চলে যায়। অর্কও কেমন যেন বদলে যায়। ডাকলে সাড়া দেয় না, নিজের মত করে থাকতে চায়, খেলতে চায়। কথা বলাও আস্তে আস্তে কমিয়ে দিচ্ছে এবং এক সময় কথা বলাই বন্ধ করে দেয়। এ অবস্থায় অনেকেই বললেন যে, পরে ঠিক হয়ে যাবে। সন্দেহ দুর করার জন্য একজন শিশু বিশেষজ্ঞ দেখানো হলে; তিনিই প্রথম অনুমান করেন অর্কের মনোযোগ সমস্যা (এডিএইচডি) রয়েছে। শুরু হলো নতুন যুদ্ধ। নিয়ে যাওয়া হলো দিল্লিতে। ওখানে নাম করা দু'জন শিশু বিশেষজ্ঞকে দেখানো হল। তাঁরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শেষ পর্যন্ত একজন বিশেষ শিক্ষায় অভিজ্ঞ প্রফেসরের কাছে পাঠালেন। তিনি ও তাঁর চারজন সহকর্মী অর্ককে তিন দিন পর্যবেক্ষণ করে বললেন অর্কের অটিজম ডিজঅর্ডার (এএসডি) রয়েছে এবং তা প্রাথমিক পর্যায়ে। তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা ছয় মাসের একটি প্রোগ্রাম করে দিলেন যা অর্ককে নিয়মিত অনুশীলন করাতে হবে। তাহলে সে আগামী ৪/৫ মাসের মধ্যে কথা বলা শুরু করবে। আর যে কাজটির ওপর বিশেষ জোর দিলেন সেটি হলো এখনই তাকে মূলধারার (মেইন স্ট্রিম) স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া। অর্ককে মাত্র আড়াই বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি করানো হল। মজার ব্যাপার, অর্ককে যে চিকিৎসকদের দেখানো হয়েছিল তারা কেউ তাকে কোন ওষুধ দেননি। ওষুধ না দিয়ে বরং তারা পরামর্শ দিয়েছিলেন অর্কের জন্য ব্যয়াম, বিভিন্ন রকম শারীরিক ও মানসিক থেরাপি এবং মূলধারার বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়ে অন্য শিশুদের সান্নিধ্যে রাখা, সামাজিকীকরণ করা, শেখার পরিবেশের মাঝে রাখা এবং সকলের সহায়তা, স্নেহ ও সহযোগিতার সুযোগ গ্রহণ করা।

প্রথমদিকে স্কুলে গিয়ে সে খুব ছুটাছুটি করতো। কোন জোরালো শব্দ শুনলে হাত দিয়ে কান বন্ধ করে রাখত। কারো কাছে যেত না, কথাতো বলতেই পারতো না। কেউ আদর করলে তা সহ্য করতে পারত না। রাগ হলে হাতের কাছে যা পেত তাই ছুঁড়ে মারতো। একই কথা বার বার বলতো। সময় গড়িয়ে যেতে থাকে। স্কুলের শিক্ষক আর সহপাঠীরা সবাই তাকে খুব আদর করতো। এমনিভাবে আস্তে আস্তে স্কুলে খাপ খাওয়াতে লাগলো। পাশাপাশি ব্যয়াম ও বিভিন্ন ধরনের থেরাপি ব্যবহার করে সে বিভিন্ন ধরনের ও মাত্রার শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করে ফেলে। মাত্র ৩ বছর বয়সে সাঁতার শিখে ফেলে। আর ৬ মাসের মধ্যেই কাঙ্খিত সব কথা তার মুখে ফিরে আসে। যে কোনো গানের সুর সে সহজেই গুনগুন করে গাইতে পারে। তার স্মৃতিশক্তিও মন্দ নয়।

সময় পেরিয়ে সে প্রথম শ্রেণিতে উঠলো। ১ম সাময়িক পরীক্ষাতে গণিতে ফেল করল। তাকে অনেক সময় দিয়ে আস্তে আস্তে পড়াগুলো শেখানো হলো। বার্ষিক পরীক্ষাতে সে ৮৪ জনের মধ্যে ৪র্থ হলো। এখন সে মূলধারার স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। নিজের মত করে খবরের কাগজ পড়তে পারে। ইংরেজি লেখা সে বানান করে উচ্চারণ করতে পারে। তবে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে সে প্রায়ই সমস্যার সম্মুখীন হয়। মাঝে কিছুদিনের জন্য তাকে একটি অটিস্টিক শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছিল; কিন্তু সেখানে তার অবস্থার অবনতি হওয়াতে তাকে আবার মূলধারার স্কুলে ভর্তি করা

হয়। বর্তমানে স্কুলের শিক্ষার পাশাপাশি তার প্রিয় শখ গান ও ছবি আঁকা শিখছে।

- অর্কের কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে?
- তার প্রতিবন্ধিতা কত বয়সে বুঝতে পারা যায়? কেন সে সময় বুঝা গিয়েছিল? আগে কেন বুঝা যায় নি?
- অর্কের প্রতিবন্ধিতার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
- এই প্রকারের শিশুদের জন্য কী ধরনের শিক্ষা ও সহায়ক ব্যবস্থা উত্তম? আলোচনা করুন/লিখুন?
- অর্কের আগামী দিনের সম্ভাবনা কেমন বলে মনে হয়? কেন?

কাজ-২ : অটিস্টিক শিশুদের আচরণিক ব্যবস্থাপনা। **সময়:** ২৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের কেসস্টাডিটির আলোকে 'অটিস্টিক শিশুদের আচরণিক বৈশিষ্ট্যগুলো কেমন করে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে' সে বিষয়ে মতামত জানতে চান।
- তাদের মতামতগুলো গল্পের আকারে উপস্থাপন করতে বলুন।
- আলোচনার মাঝে মাঝে আলোচনাকে সঠিক ধারায় প্রবাহিত করার জন্য আপনার মতামত সংযোজন করুন।
- প্রয়োজন হলে কিছু সফল অটিস্টিক শিশুর কৃতিত্ব তুলে ধরুন ।
- তথ্যপত্রের আলোকে অটিস্টিক শিশুদের আচরণ ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলো একে একে আলোচনা করুন।
- আলোচনা শেষ হলে কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নিন সকলে আলোচনাটি বুঝতে পেরেছে কিনা? যদি মনে হয় আলোচনাটি সকলে পুরাপুরি বুঝতে পারেনি তাহলে সেই বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আলোচনা শেষ করুন।

কাজ-৩ : অটিস্টিক শিশুদের একাডেমিক ব্যবস্থাপনা। **সময়:** ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের ৪/৫টি দলে ভাগ করুন।
- অটিস্টিক শিশুদের একাডেমিক ব্যবস্থাপনা কিভাবে করা যেতে পারে তা আলোচনা করে পোস্টারে লিখতে বলুন
- দলের লেখা শেষ হলে প্রতিটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন
- প্রতিটি দলের কাজ উপস্থাপন শেষ হলে তথ্যপত্রের ('প্রায়োগিক ব্যবহারিক বিশ্লেষণ') আলোকে অটিস্টিক শিশুদের একাডেমিক ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলো আলোচনা করুন
- প্রয়োজনে নিজে ব্যাখ্যা দিন।

৮. মূল্যায়ন: **সময় :** ৫ মিনিট

অধিবেশনের বিষয়বস্তুর উপর কিছু প্রশ্ন করুন

* এই অধিবেশন থেকে আপনি কী শিখলেন?
* এই শিখন কি আপনার পেশাগত জীবনে কোনো প্রভাব ফেলবে?
* আপনার শ্রেণিতে সাবিনা নামে একজন শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় বিশেষ পিছিয়ে আছে। সে সারাক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। কারও সাথে মিলেমিশে চলে না। কেউ কিছু বলতে গেলে অনেক কটু কথা বলে। সাবিনার শিখন উন্নয়নের জন্য আপনি কী কী ব্যবস্থা নিতে পারেন, ব্যাখ্যা করুন ।

৯. স্বঅনুচিন্তন:

- ✓ অধিবেশনটি অংশগ্রহণমূলক ছিল কিনা?
- ✓ অর্জন উপযোগী যোগ্যত্যাগুলো অর্জিত হয়েছে কিনা?
- ✓ অধিবেশনটি অধিকতর কার্যকর করার ক্ষেত্রে আরও কী কী করা যেতে পারে বলে মনে করেন।

দিন-৭

১। অধিবেশন -শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

২। মূলভাব :

৩। মোট সময়: ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

৪। শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

(ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

(খ) শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

(গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে শিক্ষকের পেশাগত মানোন্নয়ন প্রোগ্রামে যেসব মৌলিক উপাদানগুলো অন্তর্ভূক্ত করা উচিত সেগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

(ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর শিক্ষক প্রশিক্ষণকে কীভাবে মিথস্ক্রিয়াপূর্ণ করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

(ঙ) শিক্ষার্থীর শিখনপরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

৫। প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা, জোড়ায় আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা

৬। উপকরণ: কম্পিউটার, প্রজেক্টর, হোয়াইট বোর্ড, ভিপ বোর্ড ,ভিপ কার্ড, হ্যান্ড-আউট/ তথ্যপুস্তক, পোস্টার, মার্কার, হাই-লাইটার

৭। অধিবেশনে বিবরণ

কাজ-১ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা **সময়:** ১০ মিনিট

- সহায়ক/প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। তিনিহোয়াইট বোর্ডে ICT লিখে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করবেন যে এর সম্পূর্ণ রূপ কী।
- ২/৩ জনের উত্তর শুনে বোর্ডে Information & Communication Technology লিখবেন এবং বাংলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলে বলবেন। অংশগ্রহণকারীদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে এমন কয়েকটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নাম বলতে বলবেন।
- এভাবে প্রেষণা সঞ্চারের মাধ্যমে সহায়ক আলোচনার এ পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে কী বুঝায় জিজ্ঞেস করবেন। অংশগ্রহণকারীদের উত্তর শুনবেন এবং সকলের সামনে পাওয়ার পয়েন্টে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কিছু সংজ্ঞা উপস্থাপন করবেন।

কাজ-২ : শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার **সময়:** ২০ মিনিট

- সহায়ক/ প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের একটি করে ভিপ কার্ড দিয়ে তাতে শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এর একটি করে উদাহরন লিখতে বলবেন। এ কাজের জন্য ১ মিনিট সময় দিবেন।
- এরপর ভিপ কার্ডগুলো ভিপ বোর্ডে উপস্থাপন করে তাদের দেয়া উত্তরগুলোর ভিত্তিতে আলোচনা করবেন।
- সকলের সামনে পাওয়ার পয়েন্টে শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারউপস্থাপন করবেন।

কাজ-৩ : শিক্ষকের পেশাগত মানোন্নয়ন প্রোগ্রামে অন্তর্ভূক্ত মৌলিক উপাদান **সময়:** ২০ মিনিট

- সহায়ক অংশগ্রহণকারিদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে শিক্ষকের পেশাগত মানোন্নয়ন কেন প্রয়োজন জিজ্ঞেস করবেন।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে শিক্ষকের পেশাগত মানোন্নয়ন প্রোগ্রামে যেসব মৌলিক উপাদানগুলো অন্তর্ভূক্ত করা উচিত সে বিষয়গুলো পাওয়ার পয়েন্টে স্লাইডে উপস্থাপন করে আলোচনা করবেন।

কাজ-৪: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের শিক্ষক প্রশিক্ষণকে মিথস্ক্রিয়াপূর্ণ করার উপায় **সময়:** ২০ মিনিট

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের উপরশিক্ষক প্রশিক্ষণকিভাবে মিথস্ক্রিয়াপূর্ণ করা যায় তা জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন এবং আলোচনার মূল বক্তব্য এক কথায় বলতে বলবেন।
- এরপর তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের উপরশিক্ষক প্রশিক্ষণকে মিথস্ক্রিয়াপূর্ণ করার কৌশলগুলোপাওয়ার পয়েন্টে স্লাইডে উপস্থাপন করে আলোচনা করবেন।

কাজ-৫: শিখন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা **সময়:** ১৫ মিনিট

- সহায়ক শিখনপরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে অংশগ্রহণকারিদের ধারণা যাচাই করবেন।
- শিক্ষার্থীর শিখনপরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এর উপর পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড উপস্থাপন করে আলোচনা করবেন।

৮। মূল্যায়ন **সময়:** ০৫ মিনিট

নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে সহায়ক অধিবেশন মূল্যায়ন করবেন-

* শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযেগ প্রযুক্তি ব্যবহারের তাৎপর্যপূর্ণ কেন?
* তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর শিক্ষক প্রশিক্ষণকে মিথস্ক্রিয়াপূর্ণ করার কৌশলগুলো কী?

৯. স্বঅনুচিন্তন:

✓ অধিবেশনটি অংশগ্রহণমূলক ছিল কিনা?

✓ অর্জন উপযোগী যোগ্যত্যাগুলো অর্জিত হয়েছে কিনা?

✓ অধিবেশনটি অধিকতর কার্যকর করার ক্ষেত্রে আরও কী কী করা যেতে পারে বলে মনে করেন।

দিন-৮

১। শিরোনাম: শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

২। মূলভাব :

৩। মোট সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

৪। শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

(ক) বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবে।

(খ) ডিজিটাল কনটেন্ট কী বলতে পারবে।

(গ) ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করতে পারবে।

(ঘ) ডিজিটাল কনটেন্ট এর মান যাচাইয়ের চেকলিস্ট তৈরি করতে পারবে।

(ঙ) মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্টের সাহায্যে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির নিয়মাবলী/ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।

(চ) মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে পাঠ উপস্থাপনে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহারে লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহ উল্লেখ করতে পারবে।

৫। প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা, ছোট দলে কাজ

৬। উপকরণ: কম্পিউটার, প্রজেক্টর, হোয়াইট বোর্ড, ভিপ বোর্ড ,ভিপ কার্ড, হ্যান্ড-আউট/ তথ্যপুস্তক, পোস্টার, মার্কার, হাই-লাইটার

৭। অধিবেশনের বিবরণ

কাজ-১ : বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা **সময়:** ১৫ মিনিট

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে কী ধারণা আছে তা যাচাইয়ের জন্য ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন।
- তাদের উত্তরের ভিত্তিতে পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পিইডিপি-৩ এর অধীনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেগুলো আলোচনা করবেন।
- এছাড়াও ই-প্রাইমারি স্কুল সিস্টেম, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, শিক্ষক বাতায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের জানাবেন। ইন্টানেটে ই-প্রাইমারি স্কুল সিস্টেম ও শিক্ষক বাতায়ন ওয়েবসাইটগুলো প্রদর্শন করবেন।

কাজ-২ : ডিজিটাল কনটেন্ট সম্পর্কে ধারণা **সময়:** ৫ মিনিট

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ডিজিটাল কনটেন্ট সম্পর্কে কী ধারণা আছে তা যাচাইয়ের জন্য ডিজিটাল কনটেন্টের একটি উদাহরণ দিতে বলবেন।
- অংশগ্রহণকারীদের উত্তরের আলোকে ডিজিটাল কনটেন্ট সম্পর্কে ধারণা দিবেন।

কাজ-৩ : ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির বিবেচ্য বিষয়সমূহ **সময়: ২০ মিনিট**

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির সময় কোন কোন বিষয়সমূহবিবেচনা করা উচিৎ সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন এবং তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে পয়েন্ট আকারে লিখবেন।
- এরপর পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির বিবেচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপন করে বোর্ডে লেখা তাদের উত্তরগুলোর সাথে মিলিয়ে আলোচনা করবেন।

কাজ-৪ : ডিজিটাল কনটেন্ট এর মান যাচাইয়ের চেকলিস্ট **সময়: ১৫ মিনিট**

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের চেকলিস্ট কী এবং কেন এটি ব্যবহার করা হয় জিজ্ঞেস করবেন।
- অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে ডিজিটাল কনটেন্ট এর মান যাচাইয়ের চেকলিস্ট তৈরি করবেন।
- সময় থাকলে পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডে ডিজিটাল কনটেন্ট এর মান যাচাইয়ের একটি নমুনা চেকলিস্ট প্রদর্শন করবেন।

কাজ-৫ : মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের সাহায্যে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির ধাপসমূহ **সময়: ২০ মিনিট**

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেরপাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডে মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্টের সাহায্যে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির ধাপসমূহ প্রদর্শন করবেন ও আলোচনা করবেন।

কাজ-৬ : মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে পাঠ উপস্থাপনে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহারে লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহ **সময়: ১৫ মিনিট**

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ৪/৫ টি দলে ভাগ করে ছোট দলে আলোচনার মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে পাঠ উপস্থাপনে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহারে লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহের লিস্ট তৈরি করতে বলবেন।এ সময় তিনি ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।
- এরপর তিনি পাওয়ারপয়েন্টের স্লাইডে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে পাঠ উপস্থাপনে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহারে লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের তৈরি করা লিস্টের সাথে মিলিয়ে আলোচনা

৮। মূল্যায়ন **সময়:** ০৫ মিনিট

নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে সহায়ক অধিবেশন মূল্যায়ন করবেন-

* ডিজিটাল কন্টেন্ট কী ?
* পাঠ উপস্থাপনে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহারের ১টি লক্ষ্যণীয় বিষয় বলুন।

৯. স্বঅনুচিন্তন:

✓ অধিবেশনটি অংশগ্রহণমূলক ছিল কিনা?
✓ অর্জন উপযোগী যোগ্যত্যাগুলো অর্জিত হয়েছে কিনা?
✓ অধিবেশনটি অধিকতর কার্যকর করার ক্ষেত্রে আরও কী কী করা যেতে পারে বলে মনে করেন।